ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটি- এর

১১তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়)
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটি
স্থান : সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম
তারিখ : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
সময় : সকাল ১১:০০টা
উপস্থিতি বিবরণী : পরিশিষ্ট-ক

সভার প্রারম্ভে সভাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ ও উপস্থিত সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। এ পর্যায়ে তিনি কোভিড পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘসময় সভা আয়োজন করতে না পারায় দু:খ প্রকাশ করেন। অত:পর কার্যবিবরণী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানানো হয়।

জনাব মো: তোফায়েল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এবং সদস্য সচিব, টাস্কফোর্স সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার ১ নম্বর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অত:পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শেষে সভার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।

১। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনাঃ

ক) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত আলোচনা ও মতামতের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, স্মারক নং-২৯.৩৩.৪৬০০.০০৩.০০.০১০.১৯-৫২২-, তারিখ- ১/১/২০২০খ্রি. মূলে জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে সংশোধিত তালিকা চাওয়া হলে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি, দীঘনালা এবং রাঙ্গামাটি জেলার সদর, জুরাছড়ি, রাজস্থলী, ও বাঘাইছড়ি উপজেলার তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট যে উপজেলার তথ্য পাওয়া যায়নি তাদের গত ০২.০৮.২০২২ তারিখের ২২১ নং স্মারকে পুনরায় তাগিদ দেয়া হয়েছে।

খ) অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা প্রনয়ণের বিষয়ে মেজর মোঃ জাহিদ হাসান, ওএসপি, জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে ৫৭,৯৬২টি অ-উপজাতীয় পরিবারকে ১ম, ২য় ও ৩য় সভায় পুনর্বাসনের জন্য নির্ধারিত সুযোগ-সুবিধা হতে বাদ দেওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে ১০ম সভায় একই বিষয় উপস্থাপিত হলে সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, অ-উপজাতীয়দেরকে মানবিক কারণে আলাদাভাবে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশনের প্রতিনিধি আরও বলেন, বিষয়টি মানবিক কারণেও নয়, ভিন্নভাবেও নয় বরং উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় উভয় ধরণের উদ্বাস্তুদের একইভাবে পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

[উক্ত সিদ্ধান্ত ক - "১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট হতে ১০ আগস্ট ১৯৯২ ইং পর্যন্ত (অস্ত্র বিরতির শুরুর দিন) সময়কালে পার্বত্য চট্টগ্রামে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) বিরাজিত অস্থিতিশীল ও অশান্ত পরিস্থিতির কারণে যে সকল উপজাতি নিজ গ্রাম , মৌজা, অঞ্চল ত্যাগ করে স্বদেশের মধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন বা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে বিবেচিত হবেন। তবে যে সকল অ-উপজাতীয় ব্যক্তিরা উপরোক্ত সময়ে বিরাজিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টিও একই সাথে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হবে"।]

গ) জেলা প্রশাসক বান্দরবান বলেন অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ বিষয়ে ২৭ জুন ১৯৯৮ সালের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সংজ্ঞা বলবৎ থাকবে মর্মে ২০১৩ সালের ৪র্থ সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

ঘ) জনাব মোঃ হুজুর আলী, যুগ্মসচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, অ-উপজাতীয়দের বিষয়টি মানবিক কারণে বিবেচনা করা যায়। ২৭ জুন ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্কফোর্স কমিটি সভার সিদ্ধান্তেও অ-উপজাতীয়দের পুর্নবাসনের বিষয়টিও ভিন্নভাবে বিবেচনা করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাই উপজাতীয় ও অউপজাতীয় উভয়ই বাংলাদেশী নাগরিক হিসেবে এ কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সুযোগ-সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

ঙ) চাকমা সার্কেল চীফ, রাজা দেবাশীষ রায়- টাস্কফোর্সের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর সংজ্ঞায় অ-উপজাতীয়দের অন্তভূর্ক্তি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নেয়ার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বৈঠকে দুইজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, যথা জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি ও ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ

সংস্থার প্রতিনিধি অনুপস্থিত। এছাড়া তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ এর "ঘ" খন্ড, ২নং দফা –এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন যে, এতে কেবল উপজাতীয়দেরকে অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমান টাস্কফোর্সের শিরোনামেই "উপজাতীয়" শব্দটির উল্লেখ রয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ বর্তমানে ৮১,৭৭৭ টি উপজাতীয় পরিবারের যে তালিকা রয়েছে তা যাচাই বাছাই করে উক্ত তালিকাভূক্ত কেউ মারা গিয়েছেন/স্থানান্তরিত হয়েছেন বা অন্য কোন বিষয় আছে কিনা তা উল্লেখ করে পুন:প্রণয়ন করতে হবে। অউপজাতীয়দের নতুন করে এ তালিকায় অর্ন্তভূক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত আগামী সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতিতে চুড়ান্ত করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হালনাগাদ তালিকা পাওয়া গেলে তা পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনবার্সন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।

২। স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্তঃ

টাস্কফোর্সের ৯ম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বেচ্ছায় ভারত প্রত্যাগত শরণার্থীদের তালিকার অগ্রগতির বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।

ক) এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় জানান, টাস্কফোর্স অফিসের স্মারক নং-২৯.৩৩.৪৬০০.০০৩.০০.০২৫.২১-২২২, তারিখ-২/৮/২০২২খ্রি. মূলে স্বেচ্ছায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পরিবারদের তালিকা যাচাই-বাছাই করত: তালিকা প্রেরণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, পূর্ণাঙ্গ তালিকা পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

সিদ্ধান্তঃ জেলা প্রশাসকগণের মাধ্যমে তালিকা যাচাই বাছায়ের নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের তাগিদপত্র দিতে হবে। যথাযথ যাচাই বাছাই পূর্বক তালিকা চুড়ান্ত করতে হবে। ১৯৯৮ সালে গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা যাচাই বাছাই কমিটি পুর্নবহাল করতে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা কমিটি গঠনের প্রস্তাব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স; এবং জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৩। ঋণ মওকুফ সংক্রান্তঃ

খাগড়াছড়ি জেলার সদর, রামগড়, পানছড়ি ও দীঘিনালা উপজেলার ৩০৭ জন ঋণ গ্রহীতার ঋণ মওকুফের বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন মর্মে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, কার্যালয় খাগড়াছড়ি সভাকে অবহিত করেন। নতুন কোন ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ মওকুফের আবেদন পাওয়া যায়নি মর্মেও সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্তঃ ক) ঋণ মওকুফের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

খ) অবশিষ্ট কোন ঋণ গ্রহীতার আবেদন পাওয়া গেলে এবং ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে তা টাস্কফোর্স সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয়, এবং জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৪। ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সংক্রান্তঃ

এ বিষয়ে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স কার্যালয় সভাকে জানান, ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরিপ্রেক্ষিতে মামলা প্রত্যাহার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন। এ বিষয়ে সম্প্রতি জেলা প্রশাসক বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন বলে সভাকে অবহিত করেন।

সিদ্ধান্তঃ ফৌজদারি মামলায় দন্ড প্রাপ্তদের মামলা প্রত্যাহারের বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ মামলা নিষ্পত্তি করে অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।

বাস্তবায়নঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান/খাগড়াছড়ি ও টাস্কফোর্স কার্যালয়, খাগড়াছড়ি।

৫। টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্তঃ

প্রতি তিন মাস অন্তর টাস্কফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে এবং দৃশ্যমান অগ্রগতি সরকারের কাছে তুলে ধরার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভাপতি জানান যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের তালিকা সম্পূর্ণ করা হলে প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করা যায়। তালিকা ছাড়া সভা ফলপ্রসু নাও হতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ যাচাই বাছাই করত: পুর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন পূর্বক দৃশ্যমান কাজের অগ্রগতি সরকারের কাছে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রতি তিন মাস অন্তর সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নঃ সদস্য সচিব, উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনবার্সন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স।

৬। প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকুরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্তঃ

প্রত্যাগত শরণার্থীদের চাকরিতে পুনর্বহাল এবং চাকরিতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের স্মারক নং ২৯.২৩২.০০০.০৪.০১.৬০.২১৮-৫৫৬, তারিখ:৩০.০৫.২০২২খ্রি. তারিখ মোতাবেক ৫৬জনকে চাকুরীতে পুণর্বহাল ও জ্যেষ্ঠতা প্রদানের বিষয়ে সারসংক্ষেপ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ৬জন কর্মচারীকে ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হলেও শুধুমাত্র অনুপস্থিতিকালীন সময়ের বকেয়া বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। তাদের চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়নি এবং অবসর গ্রহনের দীর্ঘদিনেও পেনশন মঞ্জুর করা হয়নি বলে জানা গেছে। পেনশন দীর্ঘ দিনেও না পাওয়ায় ব্যাংকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক-এর মতামতসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিদ্ধান্তঃ ৫৬ জনের চাকুরী ফেরত পাওয়ার বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ জানাতে হবে। কৃষি ব্যাংকের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বরাবরে পত্র লিখতে হবে।

বাস্তবায়নঃ আঞ্চলিক পরিষদ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

৭। রেশন প্রদান সংক্রান্তঃ

৯ম সভার (জ) নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক রেশন সংক্রান্ত তালিকা তৈরির বিষয়ে ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম আগামী সভায় বিস্তারিত উপস্থাপন করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে রেশনপ্রাপ্তদের তালিকা প্রস্তুত কার্যক্রম চলমান রয়েছে মর্মে জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স সভাকে জানান। রেশন সংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত বিষয়ক নতুন কমিটি গঠনের বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা পূর্বক হালনাগাদ তালিকা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তালিকা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করা হলে তা জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে।

বাস্তবায়নঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এবং সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

৮। সদস্যদের ভাতা প্রদান সংক্রান্তঃ

টাস্কফোর্স কমিটির সকল সদস্যদের সভায় উপস্থিতি সাপেক্ষে সম্মানীভাতা প্রদানের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। টাস্কফোর্স এর সম্মানীভাতা খাতের বরাদ্দ হতে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়। তবে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে এ খাত হতে অর্থ ব্যয় করা সমীচীন মর্মে সভায় জানানো হয়।

সিদ্ধান্তঃ এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স ও জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৯। জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি সদস্য এর সম্মানীভাতা প্রদান সংক্রান্তঃ

জনাব সন্তোষিত চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি এর সম্মানী ভাতা প্রসংগে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন মানবাধিকার কমিশনের আদেশের প্রেক্ষিতে টাস্কফোর্স সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

তিনি আরো বলেন, টাস্কফোর্স কমিটির বিভিন্ন সভায় সদস্যদের সম্মানী ভাতা প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহনের পর মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বা বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা পার্বত্য চট্টগ্রাম

বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি। তাই, জনাব সন্তোষিত চাকমার উপস্থিতিতে বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যায় মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

সিদ্ধান্তঃ জনাব সন্তোষিত চাকমার সম্মানী ভাতা সংক্রান্ত দাবী যৌক্তিকতা নির্ধারণে তাঁর উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

বাস্তবায়নঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/১১/২৩

(কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা)
চেয়ারম্যান(প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায়)
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটি
ফোনঃ +০২৩৩৩৩৪৩৭৫৯(অ), +০২৩৩৩৩৪৩৪২৪(বা),
+০২৩৩৩৪৩৭০৫(ফ্যাক্স)
E-mail: taskforce_cht97@yahoo.com

স্মারক নম্বর-০৫.৪২.২০০০.০৩১.৩৪.০০৩.২৩- ৪৪(১৫), তারিখঃ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ২৮ নভেম্বর ২০২৩

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ
(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম
৫। সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা
৬-৮। চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ
৯-১১। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা
১২-১৪। চাকমা সার্কেল চিফ, রাঙ্গামাটি/ মং সার্কেল চিফ, খাগড়াছড়ি/বোমাং সার্কেল চিফ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা
১৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।
১৬। জনাব ....
সদস্য/প্রতিনিধি, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনবার্সন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটি, খাগড়াছড়ি।
১৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ঢাকা
১৮। টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনবার্সন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স, খাগড়াছড়ি।

২৮.১১.২৩

(মো: তৌফায়েল ইসলাম)
বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স কমিটি
☎০৩১ ৬১৫২৪৭, 🖷০৩১ ৬১৭৪০০
Email: divcomchittagong@mopa.gov.bd